প্রথম আলো

তারিখ ... 27 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১

● নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

তিন বছরেই শিক্ষার্থীদের কাহিল দশা

না, এটি কোনো হাসপাতাল বা শিক্ষার্থীদের আবাসিক ভবনের দৃশ্য নয়। নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ জন শিক্ষার্থী একাডেমিক ভবনে এভাবেই গাদাগাদি করে থাকছে ● প্রতিনিধি

মাহবুবুর রহমান, সেনবাগ (নোয়াখালী) ●

প্রতিষ্ঠার প্রায় তিন বছরের মাথায় নানা সমস্যায় জর্জরিত নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চশিক্ষা গ্রহণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা শিক্ষার্থীরা এখানে প্রতিনিয়ত নানা ভোগান্তির শিকার হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, শুরু থেকেই এখানে শিক্ষকের সংকট, ছাত্রছাত্রীদের আবাসনের সংকট, ডাইনিং ও যাতায়াত সমস্যা প্রকট। এসব নিয়ে শিক্ষার্থীরা হতাশ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৫৪০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন সায়েন্স, অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি, ফার্মেসি ও কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন বিভাগে ৩৯ জন শিক্ষকের পদ রয়েছে। অথচ শিক্ষক আছেন ২৯ জন। এর মধ্যে পাঁচজন শিক্ষক শিক্ষা ছুটি নিয়ে বিদেশে গেছেন।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এলে তাঁর কাছে শিক্ষার্থীরা ১৩ দফা দাবি পেশ করে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সদর উপজেলার নোয়াখালী মৌজায় ১০০ একর জমির ওপর বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রশাসনিক ভবন, দুটি আবাসিক ভবনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর নির্মাণকাজ পুরোপুরি শেষ না করেই ২০০৬ সালের ৬ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে দেখা যায়, অসম্পূর্ণ দুটি হল ছাড়াও, বিভিন্ন ভবনে ৪০০ ছাত্রছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একাডেমিক ভবনে ৭৫ জন ছাত্র থাকছে হাসপাতালের মতো বিছানা ফেলে গাদাগাদি করে। শিক্ষার্থীরা জানায়, ১২০ জন ছাত্র ক্যাম্পাস থেকে আট কিলোমিটার দূরে মাইজদীতে নিজস্ব উদ্যোগে থাকে।

ক্যাম্পাসের আবাসিক শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে, তাদের কাছ থেকে ২০০ টাকা করে ক্রেডিট আওয়ার ফি নেওয়া হয়। অথচ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ফি সর্বোচ্চ ১০০ টাকার বেশি নয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক অনাবাসিক শিক্ষার্থী অভিযোগ করে, শতাধিক শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক-কর্মচারীর জন্য একটি মাত্র বাস আছে। শিক্ষার্থীদের অনেককে প্রতিদিন বাসের ছাদে করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। আগে বিকেল পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত লোডশেডিং থাকত। এখন দিনরাত সমানতালে লোডশেডিং চলে। এতে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার ক্ষতি হচ্ছে। এ ছাড়া ক্যাম্পাসে পানীয় জলের সংকটও তীব্র। নোনাপানি দিয়ে গোসল ও খাওয়ার কাজ সারতে হয় শিক্ষার্থীদের। স্বাস্থ্যসেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী কোনো চিকিৎসক কিংবা চিকিৎসাকেন্দ্র নেই। একজন খণ্ডকালীন চিকিৎসক দিয়ে চলছে চিকিৎসা কার্যক্রম।

ক্যাম্পাসে খেলাধুলার কোনো সুযোগ নেই। আবাসিক হলের ডাইনিংয়ের টেলিভিশনই বিনোদনের একমাত্র ভরসা। কম্পিউটার ল্যাবে প্রয়োজনীয় ইন্টারনেট সংযোগ নেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার এই বিদ্যাপীঠে ল্যাবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল সরবরাহ করা হয়নি।

এসব সমস্যার কথা স্বীকার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. পঙ্কজ কুমার অধিকারী বলেন, নতুন প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে এখানে কিছু সমস্যা আছে। শিক্ষার্থীদের কষ্ট শিকার করে এগুলো মেনে নিতে হবে। তবে এসব সমস্যা যত দ্রুত সম্ভব দূর করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করারও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।